শাহরাস্তির শতবর্ষী উয়ারুক উচ্চ বিদ্যালয় ঝুঁকিপূর্ণ আতঙ্কে লেখাপড়া

সংবাদ : নোমান হোসেন আখন্দ, শাহরাস্তি (চাঁদপুর)

| ঢাকা , শনিবার, ১৯ অক্টোবর ২০১৯

শাহরাস্তি (চাঁদপুর) : শাহরাস্তির উয়ারুক রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীকক্ষে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

উপজেলার ঐতিহ্যবাহী উয়ারুক রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলে ও ভবন শ্রেণীকক্ষ সঙ্কটে শিক্ষার্থীরা পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবত ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পাঠদান করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। পরিত্যক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকবৃন্দ। উয়ারুক রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১৫ শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারী রয়েছেন ৩৫ জন। সরকারি নিয়মে ১৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে ৩০টি

শ্রেণী কক্ষের প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালয়টিতে রয়েছে মাত্র ১২টি শ্রেণীকক্ষ। এর মধ্যে ৬টি শ্রেণীকক্ষ পরিত্যক্ত। যে শ্রেণীকক্ষগুলোতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাধাগাদি করে পাঠদান চলছে। ৩৫ জন শিক্ষক কর্মচারী এক কক্ষে ঠাসাঠাসি করে বসেন। বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সুমাইয়া আক্তার মীম, মাহমুদা আক্তার তিশা, জান্নাতুল নাঈম প্রিয়া, নাজমুল ইসলাম, আকলিমা আক্তার বৃষ্টি ও সুমাইয়া আক্তার জানায়, প্রতিদিনই আমরা একটি ক্লাসে ১৩০-১৪০ জন শিক্ষার্থী গাধাগাদি করে ক্লাস করছি। ক্লাসে আমরা প্রতিনিয়তই ভয়ে ও আতঙ্কে থাকি, কখন যেন ধসে পড়ে। কক্ষের ছাদ ও দেয়াল থেকে খসে ঝরে পড়ছে, ইটা, বালি, ও সিমেন্টের কণা। আমাদের অভিবাভকরাও থাকে দুশ্চিন্তায়। বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, জহিরুল আমিন, মোস্তফা কামাল, ও কামরুন নাহার জানান, দীর্ঘদিন যাবত এ প্রতিষ্ঠানটি ভবন ও শ্রেণীকক্ষ সঙ্কটে রয়েছে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. মুনির হোসেন জানান, বিদ্যালযের মূল ভবনটি দীর্ঘদিন যাবত পরিত্ত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। এ পরিত্ত্যক্ত ভবনেই শ্রেণীকক্ষের অভাবে শিক্ষার্থীদের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই পাঠদান করাতে হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংসদ সদস্য মহোদয় নতুন ভবন ও শ্রেণীকক্ষের জন্য ডিও পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিবাভক, শিক্ষার্থীরা, অতিদ্রুত পরিত্ত্যক্ত ভবন

ভেঙ্গে নতুন শ্রেণীকক্ষ তোর , ও ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট নতুন একাডেমিক ভবন অনুমোদন দিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জীবন ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে, শিক্ষামন্ত্রী, সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি ও হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।